ভোরের কাগজ

তারিখ ... 5 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

খোকসা মহিলা কলেজ ক্যাম্পাস —ভোরের কাগজ

রাজনৈতিক প্রতিহিংসাঃ খোকসা মহিলা কলেজের ছাত্রী-শিক্ষকরা অনিশ্চয়তায়

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে কুষ্টিয়ার খোকসায় একটি প্রতিষ্ঠিত মহিলা কলেজের ৪ শতাধিক ছাত্রী ও অর্ধশতাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশে তদন্ত ছাড়াই হঠাৎ করে কলেজটির এমপিওভুক্তির আদেশ বাতিল করায় ছাত্রী-শিক্ষক-কর্মচারীদের সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

খোকসা পৌর এলাকায় ১২ বিঘা জমির ওপর '৯৯ সালে আলহাজ সাইদুর রহমান মন্টু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিই উপজেলায় একমাত্র মহিলা কলেজ। মনোরম পরিবেশের এ কলেজে ৮ কক্ষের ক্লাসরুম, বড়ো মিলনায়তন, ৫টি কক্ষজুড়ে বিজ্ঞান গবেষণাগার, ছাত্রী কমনরুম, অভিভাবকদের বিশ্রামাগার ছাড়াও অধ্যক্ষ-শিক্ষকদের পৃথক কক্ষ রয়েছে। ছাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের পৃথক ডেস্ক, নিজস্ব অডিও সিস্টেম, ইনডোর গেমস, কম্পিউটার শিক্ষা সুবিধা, ক্যান্টিন রয়েছে। ছাত্রীদের আনা-নেওয়ার জন্য বাস-নৌকার সুবিধা রয়েছে। বিভিন্ন রকম ফুলগাছ ও বিশালাকার ছাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে ক্যাম্পাস।

এ কলেজে ২৯টি বিষয়ে লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে। বিজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া এ কলেজটি চালুর পর থেকে জেলায় সাড়া পড়ে যায়। এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিব বাহিনীর এ অঞ্চলের কমান্ডার আওয়ামী লীগ নেতা আলহাজ সাইদুর রহমান মন্টু নিজস্ব অর্থায়নে কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেতনসহ অন্যান্য খরচাদি চালিয়ে আসছিলেন।

এ অবস্থায় প্রায় ৪ বছর চালানোর পর গত ১৯মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজটিকে এমপিওভুক্ত করে। শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যাশিত সরকারি বেতন-ভাতা আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আওয়ামী লীগ নেতার প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি বিএনপি আমলে এমপিওভুক্তির সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বিএনপির প্রভাবশালী নেতারা। সাইদুর রহমান মন্টু কলেজ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এ কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্থানীয় বিএনপির একটি প্রভাবশালী মহল নানাভাবে এ কলেজের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। মন্টু কলেজ কর্তৃপক্ষের আরো অভিযোগ, এ কলেজের অগ্রযাত্রা রুখতে বিএনপি মহলটি খোকসা মহিলা কলেজ নাম দিয়ে নামকাওয়াস্তে পাল্টা একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠিত সাইদুর রহমান মন্টু কলেজটি বন্ধ করে তারা নিয়মবহির্ভূতভাবে মাত্র ২ কিলোমিটারের মধ্যে খোকসা মহিলা কলেজটি দাঁড় করাতে চাচ্ছে।

সূত্রমতে, স্থানীয় বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী গত ১৯ মার্চ খোকসা মহিলা কলেজের পক্ষে বক্তব্য দিয়ে আলহাজ সাইদুর রহমান মন্টু কলেজের অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানান। এর আগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় বিএনপির প্রভাবশালী নেতা আলাউদ্দিন খান আলহাজ সাইদুর রহমান মন্টু কলেজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আরেকটি চিঠি দেন। এ দুই বিএনপি নেতার চিঠি পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনোরকম সরজমিন তদন্ত ছাড়াই সম্প্রতি হঠাৎ এক আদেশে আলহাজ সাইদুর রহমান মন্টু মহিলা কলেজের এমপিওভুক্তির আদেশটি বাতিল করে দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এভাবে সরকারি দলের চাপে হয়তো এ কলেজের ছাত্রী ভর্তি ও পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিও বাতিল করা হতে পারে।

এদিকে, প্রতিষ্ঠিত এ কলেজের হঠাৎ করে এমপিওভুক্তির আদেশ বাতিল করায় স্থানীয় অভিভাবক ও সচেতন মহল চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে এভাবে নারী শিক্ষায় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা নারী শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণারই প্রতিবন্ধক। এ ঘটনার পর কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্রীরা হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। আগের মত ছাত্রীদের কলকাকলীতে মুখরিত ক্যাম্পাস আর নেই। কলেজের ছাত্রী-শিক্ষক এবং অভিভাবক ও সচেতন মহল অবিলম্বে এমপিওভুক্তি বাতিলের আদেশটি প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।